ভোরের কাগজ

তারিখ ... JAN 04 2000 ...
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৫ ......

শিক্ষা এবং পেশা : দূরত্ব বাড়ছে

আমাদের দেশে নবম শ্রেণীতে ওঠার পর বিজ্ঞান, বাণিজ্য এবং মানবিক এই তিনটি বিভাগের যে কোনো একটি বিভাগ নিয়ে পড়াশুনা করতে হয়। এই বিভাগ নির্বাচন করাটা এবং তার সঙ্গে তৃতীয় ও চতুর্থ বিষয় নির্বাচন করাটা বেশ জটিল ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। ছাত্রছাত্রীদের বিজ্ঞান বিভাগের প্রতি একটু বেশি রকমের আগ্রহ থাকে। তাদের ধারণা বিজ্ঞান বিভাগ অন্য দুই বিভাগের চেয়ে বেশি উন্নত। অভিভাবকদেরও এই ধারণা এবং তাদের সন্তান যে বিজ্ঞান বিভাগে পড়ে তা নিয়ে কেউ কেউ একটু আধটু গর্ববোধও করে থাকেন। যদিও এ ধারণা ঠিক নয়। অনেক মেধাবী ছাত্রছাত্রীও মানবিক ও বাণিজ্য বিভাগে পড়াশুনা করছে এবং বেশ ভালো ফলাফল করছে। তাছাড়া অনেকে দাদা-দাদী, কিংবা মামা-চাচাদের ইচ্ছার কারণে বিজ্ঞান বিভাগে পড়াশুনা করে। সেই সঙ্গে সামর্থ্য না থাকা সত্ত্বেও জীববিজ্ঞান বা অংক অথবা উভয় বিষয় নিয়েই পড়ছে। কিন্তু এই বিভাগ নির্বাচনের সময় একজন শিক্ষার্থীকে যথেষ্ট চিন্তা-ভাবনা করা উচিত। কারও কথায় কিংবা ঝোঁকের বসে বিভাগ নির্বাচন করা ঠিক নয়। তাকে নিজের ক্ষমতা সম্পর্কে জানতে হবে। তাকে নিজেকে প্রশ্ন করতে হবে যে সে কোন বিষয়ে পড়াশুনা করলে ভালো করবে এবং তার লক্ষ্যে পৌঁছতে হলে কোন বিষয় নিয়ে পড়তে হবে। অনেক সময় দেখা যায় যে, ঝোঁকের বসে বা পারিবারিক চাপে কেউ একটি বিভাগ নির্বাচন করলো। কিন্তু দেখা গেলো সে সেই বিভাগের পড়া ধরতে পারছে না। তখন সে আফসোস করে এবং এসএসসিতে তেমন ভালো ফলাফল করতে পারে না এবং কলেজে ভর্তি হওয়ার পর অনেকেই বিভাগ পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়। আবার অনেকে এমনিতেই বিভাগ পরিবর্তন করে। আর এভাবে ছোটবেলায় তার জীবনে যে লক্ষ্য থাকে তা থেকে সরে পড়ে।

কলেজে ভর্তি হওয়ার পর অনেকে পড়াশুনায় গাফলতি শুরু করে। আমাদের দেশে মুষ্টিমেয় কয়েকটি কলেজ ছাড়া বেশির ভাগ কলেজেই ঠিকভাবে ক্লাস নেওয়া হয় না এবং সেখানে নিয়মনীতির অবস্থা ভয়াবহ রকমের শিথিল। যার কারণে স্কুলের বাধাধরা নিয়মের পর হঠাৎ স্বাধীনতা পেয়ে পড়াশুনায় ঢিলেমির সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য দিকে মন সরে যায়। দেখা যায় যে, একজন ছাত্র এইচএসসিতে এসএসসির তুলনায় অনেক খারাপ করে। গড়ে বেশিরভাগ ছাত্রই এসএসসির মতো ফলাফল ধরে রাখতে পারে না।

এইচএসসি পরীক্ষার পর আসে বিভিন্ন জায়গায় ভর্তির প্রশ্ন এবং এই জায়গাতে এসেই সবার জীবনের মোড় ঘুরে যায়। আমাদের দেশে প্রয়োজনের চেয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কম এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতে পড়াশুনা করা অত্যন্ত ব্যয়বহুল। এতে মেধা এবং প্রাপ্ত নম্বরের একটা বিরাট প্রতিযোগিতা শুরু হয় এবং প্রতিযোগিতায় যারা টিকে না তারা ঝরে যায়। তখন অনেকে তার লক্ষ্য থেকে ভ্রষ্ট হয়। তখন দেখা যায় যে ছাত্র ডাক্তার কিংবা ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার জন্য বিজ্ঞানে পড়াশুনা করলো সে হয়তো সেগুলোতে চান্স পেলো না এবং পরবর্তী পর্যায়ে দেখা গেলো যে, সে হয়তো পড়াশুনা করছে বাণিজ্য কিংবা মানবিকের সাবজেক্ট নিয়ে। তার আগের পড়াশুনার সঙ্গে বর্তমানে সে যে বিষয় নিয়ে পড়ছে তার কোনো মিল থাকে না। আর যারা তখনভাবে ডিপ্লোমাতে পড়বে, সেই সুযোগটাও তখন থাকে না। আমাদের দেশে এসএসসির পরই কেবল ডিপ্লোমাতে ভর্তি হওয়ার সুযোগ থাকে। এইচএসসির পর সে সুযোগ শেষ হয়ে যায়।

অনেক সময় দেখা যায়, অর্জিত শিক্ষার সঙ্গে কর্মের কোনো মিল নেই। যেমন— দেখা যায় যে, রসায়নে মাস্টারস করা লোক ব্যাংকে কাজ করছে। তেমনি নৃ-বিজ্ঞানে পড়াশুনা করে সামান্য বেতনের কেরাণির কাজ করছে। অথচ পাঁচ-সাত বছর রসায়নে পড়ার পর তার ব্যাংকে কাজ করার কথা নয়। ব্যাংকে কাজ করতে হলে তার বাণিজ্য বিভাগে পড়াশুনা করা দরকার ছিল। তেমনি নৃ-বিজ্ঞানে পড়াশুনা করে কেরাণির কাজ করার কথা নয়। কিন্তু কাজ করতে তারা বাধ্য হচ্ছে। কেননা আমাদের দেশে যোগ্যতা অনুযায়ী কর্মসংস্থান হয় না বললেই চলে।

এভাবেই যে ছোট বাচ্চাটির ছোটবেলায় লক্ষ্য থাকে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার, সে তার লক্ষ্য থেকে সরে কর্মজীবনে হয়ে যায় ব্যাংকের সামান্য কর্মচারী কিংবা কেরাণি।

নিবিষা তাজরিন
ইস্পাহানী পাবলিক স্কুল ও কলেজ, কুমিল্লা।